ও কলকাতা

BANGLADARSHAN.COM

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বদলে গেছে কলকাতাটা

এই যে দেখিস কলকাতাকে,
এই ছিল চার্নকের ডেরা,
দিনপুরুরে বাঘের ডাকে
ঘাবড়ে যেত লোকজনেরা।

লোকজনেরা খুব ছিল কি,
জোঁক ছিল খুব, গাছের ডালে
সাপ জড়িয়ে থাকত, ও কি,
উঠল কেন চোখ কপালে?

বরং বন্ধ করলে নেত্র
দেখতে পাবে পরিপাটি
হোগলা-বন আর শস্যক্ষেত্র,
ইটখোলা আর চুনের ভাটি।

BANGLADARSHAN.COM

রাত্রে ডাকাত পারত হাঁকার
সড়কি বর্শা খড়্গ নিয়ে,
চমকে উঠত গৃহস্থ, আর
কাঁপত ভয়ে থরথরিয়ে।

কোথায় তখন শান-বাঁধানো
রাস্তা, কোথায় মটরগাড়ি?
কিংবা কোথায় চোখ ধাধানোঁ
বিজলি-বাতি হোটেলবাড়ি?

কিচ্ছুটি নয়, কিচ্ছুটি নয়,
গঙ্গানদীর পূর্বপারে
বইত বাতাস আতঙ্কময়
জংলা জলা বনবাদাড়ে।

অবশ্য এই গঙ্গা ছিল,
এমনি ছিল জোয়ার-ভাটা।
মিল পাবি না আর-এক তিলও,
বদলে গেছে কলকাতাটা।

BANGLADARSHAN.COM

নিজের শহর

দিগ্‌বিদিক ঘুরলি তো ঢের,
ফের কোথা ঘুরতে যাবি?
এই যে দেখিস কলকাতা, এর
তুল্য শহর কোথায় পাবি?
যানবাহনে প্রচণ্ড চাপ,
রাস্তাঘাটও বেজায় খারাপ,
পোশাক-আশাক ময়লা-ছেঁড়া,
আর তা ছাড়া বাইরে-ঘরে
ধুঁকছে দেখি লোকজনেরা
ভয়-তরাসের কম্পজ্বরে।

তা-হোক, তবু আর-সবই পর,
কলকাতা তোর নিজের শহর,
লোডশেডিং আর খন্দ-খানা
প্রাণ বটে অতিষ্ট করে,–
করুক, তবু ঠিক-ঠিকানা
এইখানে তোর, এই শহরে।

BANGLADARSHAN.COM

চিঠির কলকাতা

কোনখানে কোন চিঠির ভাঁজে
লুকিয়ে পড়ল কলকাতা যে
কার চিঠি সে কি তার মর্ম
খুঁজতে-খুঁজতে গলদ্‌ঘর্ম।
এইখানে যাই, ওইখানে যাই,
সমস্ত ঘর হাতড়ে বেড়াই।
জুতোর কালি, বুকের মালিশ,
লেপ-কম্বল, তোষক-বালিশ,
এই প্রবাসের ছোট্ট ঘরে
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

চিঠিটা কার? ছোটন সোনার?
কিংবা এনার কিংবা ওনার?
কিংবা বিবির চিঠির মধ্যে
(পৃষ্ঠা জুড়ে সরল গদ্যে
জানায় সে আদ্যন্ত সবই)
সেই শহরের মুখচ্ছবি
সম্ভবতঃ আঁকা ছিল।
কিন্তু তাও রাখা ছিল
এই টেবিলের একটি ধারে।
এখন সেটাই পাচ্ছি নারে।

তাই তো করছি হাঁকাহাঁকি
ল্যাণ্ডলেডিকে চেঁচিয়ে ডাকি।
চিঠির সঙ্গে কলকাতাটাও
হারিয়ে যাবে, বুঝিস না তাও?
তোল্‌ বিছানা, তোরঙ্গ খোল,
মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল।

BANGLADARSHAN.COM

সমস্ত ঘর হাতড়ে বেড়াই,
চাই সে-চিঠি, এক্ষুনি চাই।
বলছি একে, বলছি তাকে,
আয় খুঁজে দে কলকাতাকে।

BANGLADARSHAN.COM

কলকাতাতেই পাগলাঝোরা

ঝাপসা কালো মেঘগুলো যেই নেভায় চাঁদের বাতি,
অন্ধকারে মঞ্চে ঢোকে গণ্ডাদশেক হাতি।
ভাবতে পারো কাণ্ডখানা, গুণ্ডাহাতির দল
শুণ্ড থেকে ঢালতে থাকে পাগলাঝোরার জল।

মধ্যরাতে আকাশ জুড়ে পাগলা হাতির ছোটা
জান্‌লা থেকে দেখতে থাকে বিবি এবং টোটা।
কিন্তু এমন দৃশ্য তারা দেখাবে আর কাকে,
সবাই তখন গভীর ঘুমের মধ্যে ডুবে থাকে।

সকালবেলায় ফুটলে আলো সবাই দেখতে পায়
একগলা জল দাঁড়িয়ে গেছে সমস্ত রাস্তায়।

BANGLADARSHAN.COM

ঘুড়িই লড়াই

ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির দিন
ঘুড়িতে ঘুড়িতে আজ আকাশ রঙিন।
ময়ূরপঙ্খি পেটকাট্টির পাশে
ঘোষেদের চাঁদিয়াল উড়ে চলে আসে।
মুখপোড়া-বাম্‌নায় লেগেছে চড়াই,
ছাতে-ছাতে ছেলেগুলো চেঁচাচ্ছে তাই।
কেন এত লাফঝাঁপ বুঝে ওঠা দায়,
ন্যাড়াছাত থেকে পড়ে মাথা না ফাটায়।
মৌলালি থেকে কেনা মাঞ্জার জোরে
ডাকাতের মতো ওই কড়িয়াল ঘোরে।
ঘ্যাঁচ করে কেটে দিয়ে ঘয়লাকে ফের
ঘাড়ে এসে ঝাঁপ খায় শতরঞ্জের।
এটা কাটে, ওটা কাটে, সেটাকে ফাঁসায়,
যেন চিলে ছোঁ মেরেছে কাকের বাসায়।
কেটেকুটে শাঁই-শাঁই ফিরে যায়, আর
ভো-কাট্টা ভো-কাট্টা ওঠে চিৎকার।
ওরে বিবি, ওরে টোটা, জগু আর ভূতো
চটপট নামা ঘুড়ি, গুটিয়ে নে সুতো।
লড়াই থামিয়ে দ্যাখ্‌ আকাশে-আকাশে
ফুলের পাপড়ি যেন ঘুড়ি হয়ে ভাসে।
নেশা তার লেগে যায় বিশ্ব-নিখিলে
সবুজে মেরুনে লালে হলুদে ও নীলে।
রঙে-রঙে হেসে ওঠে যেন এই দিন,
রাত্রি পোহালে দেখা দেবে আশ্বিন।

BANGLADARSHAN.COM

আষাঢ়ে কলকাতা

বলেছিলুম গ্রীষ্মকালে, ‘আয় বৃষ্টি আয়।’
এখন দেখি বৃষ্টিধারায় সৃষ্টি ভেসে যায়।
শুধুই কি গা-গঞ্জ ভাসে, রাস্তা এবং ঘরে
আষাঢ় মাসেই জল-থইথই কলকাতা শহরে।
রিকশা ডোবে, ট্যাক্সি ডোবে, ডুবল ঠেলাগাড়ি,
কোমরজলেই লোকগুলো দেয় দিগ্‌বিদিকে পাড়ি।
আকাশে আজ সাত-শো বাঁধের দরজা গেছে খুলে
সাঁতার কেটে ছাত্রেরা যায় কলেজে-ইশ্‌কুলে।

ঘড়ঘড়ঘড় ঘোরাচ্ছে কেউ কালো মেঘের জাঁতা,
জল ঢেলে আজ ডুবিয়ে দিচ্ছে সে-ই বুঝি কলকাতা।
বাগবাজারে নৌকা চলে, মানিকতলার মোড়ে
মস্ত বাজার ওই ভেসে যায় বৃষ্টিধারার তোড়ে।
গড়পাড়ে কে রাস্তা থেকে ধরছে মাগুর-সিঙি,
ডুবল বুঝি বাগমারি আর ডুবল উল্‌টোডিঙি।
ডুবল আমার শহরতলির বসতবাড়িটাও,
‘আয় বৃষ্টি’ আর বলি না, যাও বৃষ্টি, যাও।

BANGLADARSHAN.COM

রাত-দুপুরে, মুর্গিহাটায়

রাত-দুপুরে
হল্লা জুড়ে
এই রে, বাবা!
কাঁপিয়ে পাড়া
এখন কারা
খেলছে দাবা?

বলছে ওরা
‘সামলা ঘোড়া
মন্ত্রীকে মার্!’
ঘুমের দফা
হচ্ছে রফা
গোটা পাড়ার।

BANGLADARSHAN.COM

বলো তো ভাই
তোমরা সবাই
সত্যি জানো?
ওই ওরা কি
মানুষ, নাকি
সত্যি-দানো?

ভাবছ ওরা
দুষ্টু ছোঁড়া?
আরে, না না।
মুর্গিহাটার
কন্দকাটার
জ্যান্ত ছানা।

প্রবাসের চিঠি

আকাশে তাকিয়ে দেখি কোনোখানে
একটাও নেই তারা,
আজকে সন্ধ্যা থেকেই সমানে
ঝরছে বৃষ্টিধারা।
এই চলে যায় মেঘেরা, আবার
ফিরে আসে ঝাঁকে-ঝাঁকে,
আকাশও অমনি ঢেলে দেয় তার
বিশাল গামলাটাকে।
রয়েছি প্রবাসে, মন বিষণ্ণ,
ভাবছি যে, মশামাছি
যতই থাকুক, রৌদ্রধন্য
স্বদেশে ফিরলে বাঁচি।
ফিরব কী করে, বিজ্ঞান সেই
বড়ি বানায়নি হায়,
যা খেলে দেখব চক্ষু মেলেই
রয়েছি কলকাতায়।

BANGLADARSHAN.COM

শহর ফাঁকা

কেউ-বা যাবেন দিল্লি, আর
কেউ কাশী কেউ হরিদ্বার।
সবাই এখন ঘুরতে যান,
কেউ দিঘা কেউ রাজস্থান।
শোন্ রে দাদা, শোন্ দিদি,
কলকাতাই বা মন্দ কী!

কেউ বা যাবেন বাঙ্গালোর
কেউ মধুপুর মশানজোড়।
তেমনি কেউ বা চান যেতে
মাইথনে কি পাঞ্চেতে।
শোন্ রে দিদি, শোন্ দাদা,
এই শহরেই মন বাঁধা!

BANGLADARSHAN.COM

পর্বতে চান কেউ যেতে
কেউ সমুদ্রে ঢেউ খেতে।
সবাই এখন বাইরে যায়,
থাকবে না কেউ কলকাতায়।
শহর ফাঁকা, ডুডুম ডুম,
আয় এখানেই লাগাই ঘুম।

ছুটির কলকাতা

ময়লা বাড়ি, নোংরা পাড়া
দেওয়ালগুলো কালো,
ঊর্ধ্বে কিন্তু জ্বলছে সারা
আকাশ জুড়ে আলো।
রৌদ্র সোনার বর্ণ যেন,
পাল্‌টে যাচ্ছে দিন,
অবাক হয়ে তাকাস কেন,
আসছে যে আশ্বিন।

ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি বটে
হচ্ছে কাছে-দূরে,
তার ফাঁকে এই হুকুম রটে
বিশ্বভুবন জুড়ে:
বৃষ্টি এখন তুলুক মেঘের
ময়লা কাঁথাখানি,
সাজাবে এই কলকাতা ফের
ছুটির আসরখানি।

BANGLADARSHAN.COM

আবার আশ্বিন

ভাদ্রে শরৎ শুরু,
তবুও আকাশে
মেঘ ডাকে গুরুগুরু
ঝেঁপে জল আসে।
মনে হয়, আশ্বিনে
পৌঁছনো আর
হবে না, শ্রাবণ-দিনে
ফিরেছি আবার।

তাও কি কখনও হয়?
আকাশের শোক
যে দেয় ভুলিয়ে, জয়,
তারই জয় হোক।
তারই ছোঁয়া লেগে হাসে
ফুল লতা ঘাস,
ফিরে আসে নীলাকাশে
আশ্বিন মাসে।

BANGLADARSHAN.COM

ছুটির খবর

মেঘ জমে, মেঘ ফের
উড়ে চলে যায়,
রোদ পড়ে আকাশের
খোলা জানালায়।
ঝরে পড়ে রোদ্দুরে
আকাশের হাসি,
বেজে ওঠে বুক জুড়ে
সুদুরের বাঁশি।

কোন্‌খানে মাথা তোলে
মস্ত পাহাড়,
চোখের সমুখে দোলে
ছায়াখানি তার।
কখনও পাহাড় দেখি,
কখনও সাগর;
মনে হয়, ভারী মেকি
এই বাড়িঘর।

বাঁশি বাজে, শুনে যাই
সারা দিন বাজে,
কোনো কাজে আজ তাই
মন বসে না যে।
টানে যে পাহাড়, টানে
সমুদ্রতীর,
এসেছে খবর কানে
পুজোর ছুটির।

BANGLADARSHAN.COM

দল বেঁধে চল্ প্যাণ্ডেলে যাই

ঝরছে সোনা রোদ্দুরে আর
হাওয়ায় কাঁপছে পাতা,
এই কি সময় অঙ্ক কষার
রাখ্ তুলে বই-খাতা।
আয় বেরিয়ে বাইরে, ও ভাই,
সমস্ত কাজ ফেলে
দল বেঁধে চল্ এক্ষুণি যাই
ওই পুজো-প্যাণ্ডেলে।
পড়ার কথা বলিস কাকে,
চল্ তো বোকাহাবা,
দেখবি কেমন অসুরটাকে
সিংহ মারছে থাবা।
আসছে ভেসে ঢাকের আওয়াজ,
সঙ্গে বাজছে কাঁসি,
কাজ ফেলে চল্ দেখবি রে আজ
দুর্গা-মায়ের হাসি।
ওই হাসিতেই সমস্ত দিক
এখন থাকুক ভরা,
তারপরে ফের রুটিনমাফিক
চলবে লেখাপড়া।

BANGLADARSHAN.COM

যাবই যাব

কলকাতাকে কয়েকটা মাস
ভীষণরকম জ্বালিয়ে
নীল হয়েছে ওই তো আকাশ,
বর্ষা গেছে পালিয়ে।
সোনায়-মাজা ঝকঝকে দিন
চিত্ত দিচ্ছে রাঙিয়ে
গলির মোড়ে সর্বজনীন
পূজার নোটিস টাঙিয়ে।

এইবার ভাই চলো সবাই
দিঘায় কিংবা পুরীতে
ঢেউয়ের মধ্যে ঝাপটানি খাই,
কিংবা শিলিগুড়িতে
খেলনা-রেলে বেশ চড়া যায়,
দেখব সবাই তাকিয়ে
রৌদ্র কেমন পাহাড়চূড়ায়
আবির দিচ্ছে মাখিয়ে।

শুকনো কথায় কাজটা কী আর,
যুক্তি আমার মানো হে,
গোছাও বাক্স-প্যাঁটরা এবার,
ট্যাক্সি ডেকে আনো হে।
টলটলে নীল আকাশ যখন,
কালোর ছিটে নাই রে,
তখন ঘরে টিকছে না মন,
যাবই যাব বাইরে।

BANGLADARSHAN.COM

তাই রে, নাই রে, বাইরে যাই

তাই রে, নাই রে, নাই রে ভাই
এইবারে চল্ শহর ছেড়ে বাইরে যাই।
বাইরে মানে
সেই যেখানে
ঢেউ-খেলানো চওড়া মাঠ,
পাহাড়-নদী-ঝর্নাধারার রাজ্যপাট।
সত্যি বলছি, শাক দিয়ে মাছ ঢাকছি না,
এইখানে আর একটা দিনও থাকছি না।
তাই রে, নাই রে, নাই রে, না,
বাইরে মানেই কঙ্গো থুরি জাইরে না।
বাইরে মানে
সেই যেখানে
আকাশ বিরাট, পাহাড় মস্ত,
লোকগুলো নয় ধোপদুরস্ত।
মনের মধ্যে কেউ যেন তার সম্বাদে
ব্যাকুল করে বলছে আমায়, ‘লম্বা দে!’

তাই রে, নাই রে, নাই রে, ভাই,
কু-ঝিকঝিকে লম্বা দিচ্ছি আজ সবাই।
বাইরে মানে
সেই যেখানে
জীবনটা নয় পাট-করা,
জান্‌লা দরজা হাট-করা।
যাচ্ছি ঝাঁঝায়, কঙ্গো থুড়ি জাইরে না।
তাই রে, নাই রে, নাই রে, না।

BANGLADARSHAN.COM

কোলাঘাটে রবিবার

ছুটির দিনটা দিব্যি কাটে
নদীর ধারে, কোলাঘাটে।
নদীর নাম যে রূপনারায়ণ
এইটে শুনেই পণ্ডিতজন
ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, ‘তবে
ওটাকে নদ বলতে হবে।’
আমরা বলি, ‘এই মরেছে,
ব্যাকরণের ভূত ধরেছে!
এক্ষুণি ঘাড় মটকাবে ভাই,
চল্ এখুনি দৌড়ে পালাই।’

পালিয়ে এলুম কোলাঘাটে,
সূয্যি তখন বসছে পাটে,
রঙ ধরেছে জলে তারই।
জলের ধারে বাংলোবাড়ি,
মস্ত বড় বাগানটা তার,
ফুল ফুটেছে হাজার-হাজার।
বাতাস বইছে মন্দ-মন্দ,
তাইতে ছড়ায় ফুলের গন্ধ।
শুক্লপক্ষে নদীর ধারে
স্বর্ণবর্ণ জ্যোৎস্না ঝরে।

কোলাঘাটে কেউ যদি যাস,
ইলিশ পাবি ফাস্টোকেলাস।
নদীর ধারে আর যা পাওয়া
যায়, তা হল মুক্ত হাওয়া।
বট-পিপুলের পাতায়-পাতায়
খুশীর খবর ছড়িয়ে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

ব্রিজের পরে দাঁড়াস যদি,
দেখবি নীচে বইছে নদী।
রাত্তিরে সেই নদীর জলে
চাঁদের বাঁকা নৌকো চলে।

BANGLADARSHAN.COM

স্ট্রাইকার

খেলোয়াড় সেরা বটে অনন্ত রায়,
বড়-বড় ক্লাব তারা পিছু-পিছু ধায়।
কেউ হাঁকে তিন লাখ, কেউ হাঁকে চার,
বোনাস বাবদে আরও তিরিশ হাজার।

বল নিয়ে অনন্ত যখন ছোটে,
ভক্তজনের মুখে হাস্য ফোটে।
ধোঁকা দিয়ে কাউকে সে যখন কাটায়,
ভক্তেরা চিৎকারে আকাশ ফাটায়।

কাল ছিল বড় খেলা, ময়দানে গিয়ে
হায় হায়, শেষকালে দেখলুম কী এ!
পাইকারি হারে বল বাইরে পাঠায়,
স্ট্রাইকার চূড়ামণি অনন্ত রায়।

BANGLADARSHAN.COM

গোলকানা স্ট্রাইকার তাতে ক্ষতি নেই,
তালকানা দেশ, তাই খাতির পাবেই।
শুনছি সে দল ছেড়ে ভিন্-দলে যাবে,
চার লাখে খুশী নয়, পাঁচ লাখ পাবে।

ভদ্রলোকের চুক্তি

ঝাঁকরাচুলো, রক্তচক্ষু, দুই কানে তার মাকড়ি;
দেখেই রাজা বলেন, ‘কে তুই? দস্যুদলের সর্দার?’
লোকটা বলে, ‘ছিলুম তো তা-ই, কিন্তু এখন চাকরি
চাইছি, হব রাজার পাইক, কিংবা হুঁকোবর্দার।’
রাজা বলেন, ‘রাজ্যে যে আর নতুন কর্মী চাইনে,
এমন কথা যায় না বলা বাজিয়ে শিঙে-ডঙ্কা,
কিন্তু এটাই সত্যি, দেব কোত্থেকে আর মাইনে?
চাকরি আছে, কিন্তু বাপু রাজকোষে নেই টঙ্কা।’

লোকটা শুনে হাস্য করে, কয় সে, ‘মালিক, সরকার,
মাইনে আমি চাইনে, আমি চাইছি শুধুই কাজ যে,
হোক্‌গে বেতনবিহীন, তবু চাকরি আমার দরকার;
সেইটে পেলেই থাকতে পারি চমৎকার এই রাজ্যে।’
রাজা বলেন, ‘মাইনে যখন চাসনে, তখন শঙ্কার
কারণ কিছু রইল না তো, দ্যাখ্‌গে তবে দিচ্ছে
কার গোয়ালে ধূপধুনো কে, কিংবা গিয়ে গঙ্গার
ঢেউগুলো গোন্‌, মোটকথা তুই কর্‌গে যা তোর ইচ্ছে।’

চাকরি পেয়েই লোকটা গেল গঙ্গাতে ঢেউ গুনতে।
এবং গিয়েই মুচকি হেসে মারল সে ঘা ডঙ্কায়!
বলল, ‘রাজার ভৃত্য আমি, যা কই হবে শুনতে,
আজ থেকে স্নান, নৌকো চলা বন্ধ হল গঙ্গায়।’
শুনেই সবাই চম্‌কে ওঠে, ‘কন কী মশাই, কন কী!
এ কোন্‌দিকে ঝুক্‌ল হঠাৎ ধর্মরাজের পাল্লা?
জঙ্গুলে এই আইন কেন, এটা সোঁদরবন কি?’
প্রশ্ন করে স্নানার্থীরা এবং মাঝিমাল্লা।

লোকটা বলে, ‘কাজ নিয়েছি গঙ্গাতে ঢেউ গুনবার।
সাঁতরালে কি ডুব দিলে কি নৌকো-টৌকো চললে
ঢেউ ভেঙে যায়, ধৈর্য কি নেই এই কথাটা শুনবার?

BANGLADARSHAN.COM

চটেন কেন আপনারা ভাই কাজের কথা বললে?
ঢেউ আমাকে গুনতে হবেই সেটাই আমার কার্য।
আপনারা ঢেউ ভাঙেন যদি পারব কি কাজ করতে?
তার ফলে কী হবে ভাবুন, দণ্ড হলে ধার্য
কয়জনে ভাই আছেন রাজি শূলের ডগায় চড়তে?

সবাই বলে, ‘তাও তো বটে, অকাট্য এই যুক্তি।’
লোকটা বলে, ‘বন্ধ আমি করতে চাই না স্নান তো।
করুন তবে আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের চুক্তি,
নৌকোটাকেও চলতে দেব নেহাত যদি চান তো।’
চুক্তিটা কী? শুনুন তবে, চুক্তি লবডঙ্কা।
ঝাঁকড়াচুলো লোকটা বলে দুলিয়ে কানের মাকড়ি,
‘সবাই মিলে নিত্য আমায় একশোটা দিন টঙ্কা,
তারপরে যা ইচ্ছে করুন, আমিও করি চাকরি।’

BANGLADARSHAN.COM

ঘোড়ার ডিম

বিষয়টা নয় অন্য-কিছুই
ঘোড়া কত বড় হয়
তর্ক করেন তাই নিয়ে দুই
পণ্ডিত-মহাশয়।

ইনি হেসে কন, ‘পাঁচ থেকে ছয়
ফুট তো হবেই, তবে
অস্ট্রেলিয়ার ঘোড়া যদি হয়,
আরও কিছু বেশি হবে।’

উত্তরে উনি উঁচু করে নাক
বলেন, ‘যে কোনো দেশি
ঘোড়া হয়ে থাকে দেড়-ইঞ্চিটাক,
তার চেয়ে নয় বেশি।’

BANGLADARSHAN.COM

এ কী কাণ্ড হে, পশ্য পশ্য,
কেউ কি শুনেছ কভু,
তিন দিন ধরে উড়ছে নস্য,
মীমাংসা নেই তবু?

দুজনেই মহাপণ্ডিত, কেউ
কারও চেয়ে নন কম;
সমানে তোলেন বাক্যের ঢেউ
দুজনেই হরদম।

শ্রোতা ছিল ভাই পাগলা জগাই,
সে বলে, ‘ঘোড়ার চাট
খেয়েছ-তোমরা, ঘটে গেছে তাই
অর্থের বিভ্রাট।’

ইনি বুঝেছেন সেই ঘোড়াটাকে
‘হ্যাট’ বললে যা চলে।
উনি বুঝেছেন যেই ঘোড়া থাকে
বন্দুকে পিস্তলে।

শুনে তো সবাই গিয়েছে ভড়কে,
মস্তক ঝিমঝিম;
বুঝেছে সবাই ঘোড়ার তর্কে
লভ্য ঘোড়ার ডিম।

BANGLADARSHAN.COM

সাহস

চোখ পাকিয়ে
শিং বাঁকিয়ে
রামছাগলে করলে তাড়া
তিন লাফে সে
পালিয়ে এসে
কান্না জুড়ে জাগায় পাড়া।

তার কী মানে
সবাই জানে,
মস্ত বটে গোঁফজোড়াটা,
কিন্তু মোটেই
সাহসটা নই
একটুও নেই
বুকের পাটা।

BANGLADARSHAN.COM

নইলে হেন
কান্না কেন
থাকলে সাহস পালায় কি ও?
ঘুচিয়ে দিয়ে
আসত গিয়ে
রামছাগলের ছাগলামি ও।

আমরা কি ভাই
দৌড়ে পালাই?
কক্ষনো না। কিন্তু এ কী!
পালাই রে চল,
পাগলা ছাগল
এই দিকেতেই আসছে দেখি।

আদিখ্যেতা

খোকার কুকুর
আজকে খুকুর
মাছ খেয়েছে।
কারণটা এই
খোকার কাছেই
লাই পেয়েছে।
খুকুর পুষি
কী রাক্ষুসী,
চুপটি করে
দুপুরবেলায়
রোজ ঢুকে যায়
রান্নাঘরে।
এই বাড়িটার
খুকু-খোকার
কাণ্ড দেখে
আমরা তো ভাই
শটকাতে চাই
এখান থেকে।
যুক্তি এঁদের
চারপেয়েদের
এটাই কেতা।
এ-সব কথায়
গা জ্বলে যায়,
আদিখ্যেতা!

BANGLADARSHAN.COM

হুক্কাহুয়া

জানো না তোমরা কিচ্ছুটি তার
অথচ বাজিয়ে শিঙে
বলছ, সে গায় ধ্রুপদ-ধামার,
বাড়ি তার লামডিঙে।
রেলভাড়া পেলে সব কাজ ফেলে
সে নাকি আসতে রাজি,
শোনো তবে ভালমানুষের ছেলে,
সবই তার কারসাজি।
সে তো মানুষ না, চারপেয়ে প্রাণী,
গান সে থোড়াই জানে,
তবে কেন তাকে করো টানাটানি
তোমাদের ফাংশানে?
চিঠি ফেলে ডাকে আনাচ্ছ যাকে,
আসল নয় সে ভুয়া;
লামডিঙে নয়, বনগাঁয়ে থাকে,
ডাকে সে হুক্কাহুয়া।

BANGLADARSHAN.COM

ইডলি-ডোসা

ডিক্রি জারি হচ্ছে, ওরে
এইবেলা সব বিক্রি করে
চল্ ফতেপুর সিক্রি যাবি।

সৎ কাজে কেউ দেয় না বাগড়া,
পরবি পাগড়ি-কুর্তা-নাগরা,
কোর্মা-কাবাব খুব সাঁবাবি।

এই খান তোর পছন্দ নয়?
বৃন্দাবনে গেলেই তো হয়,
দিব্যি খাবি রাবড়ি মালাই।

তাও না? খাবি কচৌরি আর
খাস-জেলাবি ঘণ্টেওয়ালার?
চল্ রে তবে দিল্লিতে যাই।

BANGLADARSHAN.COM

তাও পছন্দ হচ্ছে না তোর?
ঘনিয়ে আসছে বিপদ যে ঘোর,
এখন কেন করিস গোঁসা?

শেষকালে সেই আসন পাততে
চাস যেতে তুই দাক্ষিণাত্যে?
খাবার জন্য ইডলি-ডোসা।

হেঁইয়ো জোয়ান

ওই যে লোকটা, ও নিত্যি খায়
কাবাব কোর্মা আর পোলাও,
আর তা ছাড়া গব্য ঘি খায়,
তাই নাকি খুব বোলবোলাও।

বন্ধুরা দেয় উৎসাহ যে,
সক্কলে কয়, ‘খাস্ বেড়ে!’
তাই তো যাচ্ছে বিয়ের ভোজে
ব্যাঁটরা থেকে বাঁশবেড়ে।

যাচ্ছে বটে, কিন্তু যাবার
পদ্ধতিটা বলবে কে?
পাহাড়প্রমাণ ওই দেহটার
ভার নিয়ে পথ চলবে কে?

BANGLADARSHAN.COM

ট্যাক্সিতে ও আঁটবে কি আর,
আট্‌কে গেল দরজাটায়।
থামায় লরি একটি ইয়ার,
অন্যে কুলি ডাকতে যায়।

চক্ষু রেখে খড়খড়িতে
দেখছি এ-কাজ পারবে কে।
তুলতে ওকে ওই লরিতে
যাবেই মুণ্ডু ঘাড় বেঁকে।

মালবাহীরা মল্ল ছ’ভাই
তুলছে বলীবর্দে কি?
‘হেঁইও জোয়ান’ বলছে সবাই
সর্ না তোরা সর্ দেখি।

ডাঙায় বসে মৎস ধরা

লোকগুলো সব হুড়মুড়িয়ে
যাচ্ছে কোথায় দাদা রে,
বালতি খালুই গামলা নিয়ে
বাদলা-রাতের আঁধারে?
কেউ বা লাফায়, ডিগবাজি খায়,
কেউ বা চেঁচায় সজোরে,
যখন কিনা সব ভেসে যায়,
বৃষ্টি নামে অঝোরে।
রাস্তাঘাটে ভীষণ কাদা,
তবুও অমন দাপিয়ে
লোকগুলো যায় কোথায় দাদা
বিশ্বভুবন কাঁপিয়ে?

BANGLADARSHAN.COM

দাদা বলেন ‘কী হচ্ছে শোন্
রায়দিঘিতে বৎস,
জল ছেড়ে সব ডাঙায় এখন
উল্‌সে উঠছে মৎস।
ধরিয়ে উনুন, চাপিয়ে কড়া
আমরাও চল্ যাই রে,
ডাঙায় বসে মৎস ধরা,
তার চেয়ে সুখ নাই রে।’

গাই গোরু না ভাই গোরু

দুষ্টু গোরুর চাইতে নাকি
অনেক ভাল শূন্য গোয়াল।
কিন্তু সেটা ঠিক কথা কি?
ভাবতে বসেন গোবিন্দলাল।
দুগ্ধ বেচেন, ব্যবসায়ী লোক,
বাজান বটে গাবগুবাগুব
কিন্তু রাখেন চার দিকে চোখ,
আজ যদিও চিন্তিত খুব।

চিন্তা কেন? বলছি কারণ!
কার কাছে ওই প্রবাদ শুনে
তাঁর ছোটভাই জগত্তারণ
গোয়াল থেকে দশ-দুগুণে
বিশটা দুধেল গাইগোরুকে
সন্ধ্যারাতে হায় রে কপাল,
হাঁটিয়ে নিয়ে হাস্যমুখে
ছাড়ল গিয়ে জঙ্গলে কাল।

গোবিন্দ কন্ ‘কিঁউ ছোড়া তুম?’
জগৎ বলে ‘ম্যায় ক্যা করুঁ?
দুইতে গেলেই নাড়াচ্ছে দুম্
বিশটা গোরুই দুষ্ট গোরু।’
জবাব শুনেই ঘুচল দাদার
আহার-নিদ্রা, ব্যবসাদারি,
গাই গোরু না ভাই গোরু তাঁর
তা-ই নিয়ে তাঁর চিন্তা ভারী।

BANGLADARSHAN.COM

শীত-বসন্ত

হৃদয় যখন দুরুদুরু
গাছের জীর্ণ পাতার,
ঠিক তখনই পৃষ্ঠা শুরু
ইংরেজি হালখাতার।
খসছে পাতা, উড়ছে বালি,
জমছে ধুলো দাওয়ায়,
দিচ্ছে তবু হাততালি কে
শীতের শুকনো হাওয়ায়?

হাততালি দেয় আড়াল থেকে
বসন্ত নির্ভয়,
বনের বুকে দেয় সে এঁকে
নবীন কিশলয়।

BANGLADARSHAN.COM

জোয়ার-ভাটা

পৃথিবী আর চাঁদমামাটা
দুইজনে দুইজনকে ধরে
টানছে নাকি এমন করে
তাতেই ঘটছে জোয়ার-ভাটা।

শুনেই পিলে চমকে যাচ্ছে
ছোট্ট ছেলে নয়নবাবুর,
মিলিন্দ কয়, ‘দূর দূর দূর,
দিদি তোকে ভয় দেখাচ্ছে।’

দিদি বলেন, ‘বোঝাই কারে!
মুখ্যু তোরা, বিজ্ঞানে যার
বিদ্যে ঢুঢু, এ-সব ব্যাপার
সাধ্যি কি তার বুঝতে পারে!’

BANGLADARSHAN.COM

দু’ভাই বলে, ‘পায়ে পড়ি,
আয় দিদিভাই, খেলা করি।
আর তা ছাড়া দ্যাখ্ না চাঁদের
টিপ কপালে এই আমাদের।’

খুকর মামাবাড়ি

খুকুর আছে খেলনা-গাড়ি,
তাই চড়ে যায় মামাবাড়ি।
মামাবাড়ি অনেক দূর
হুগলি জেলার কুসুমপুর।
কুসুমপুরের পথের বাঁকে
শিউলি-টগর ফুটে থাকে।
মাচায় দোলে কুমড়োফুল,
কচুর পাতায় হীরের দুল।
পুকুর-পারে চালতা গাছ,
জলের তলায় কাত্‌লা মাছ।
খুকুর মামা ডুব-সাঁতারে
পুকুর পাড়ি দিতে পারে।

BANGLADARSHAN.COM

খুকুর মাসি ঠাকুর-ঘরে
আল্‌পনা দেয় যত্ন করে।
পুজোর লগ্ন এগিয়ে আসে,
বাতাসে তার গন্ধ ভাসে।
ঝম্‌ঝমাঝম্‌ শব্দ করে
টিনের চালে বৃষ্টি পড়ে।
বৃষ্টি থামলে আকাশ নীল,
ডাক দিয়ে যায় শঙ্খচিল।
সবাই তখন পাল-পাড়ায়
মূর্তি গড়া দেখতে যায়।
কুমোর-দাদা দুর্গা-মা'র
মূর্তি গড়েন চমৎকার।

মিটে গেল

ইঁদুর তাড়াব, তাই পুষি মার্জার
মিটে গেল সমস্যা।
বেড়ালটা মাছ খেলে দোষ দেব কার?
বেড়ে গেল সমস্যা।
বেড়ালকে তাড়া দিতে পুষেকি কুকুর।
মিটে গেল সমস্যা।
রাঁধুনির শুচিবাই, বলে ‘দূর দূর’
বেড়ে গেল সমস্যা।
দারোয়ান কুকুরকে চোখে চোখে রাখে।
মিটে গেল সমস্যা।
সিঁদ কেটে ঘরে ঢোকে চোর সেই ফাঁকে।
বেড়ে গেল সমস্যা।
মা বলেন, ‘আরও দুটো দারোয়ান রাখ্।’
মিটে গেল সমস্যা।
তাদের মাইনে দিতে মানিব্যাগ ফাঁক।
নেই কোন সমস্যা।

BANGLADARSHAN.COM

সেয়ানা পাগল

মুণ্ডুটা তার মস্ত বড়, শরীর কিন্তু চিম্‌সে,
বস্তুত সে বদ্ধ পাগল, বলত পাড়ার লোকরা।
ভরদুপুরে গাইছিল গান ‘হাট্টিম-টিম-টিম’ সে,
ঢিল ছুড়েছে তাই তাকে এই পাড়ার ছেলেছোকরা।

কিন্তু যারা পাগল, তারা মারের ভয়ে গান তো
থামায় না। ভাই, নিজের টাকে চাটিম-চাটিম বোল্‌ সে
তুলছে কেন বল্‌ তা হলে হঠাৎ হয়ে শান্ত,
রোদ্দুরে এই বিশ্ব-জগৎ যাচ্ছে যখন ঝলসে?

BANGLADARSHAN.COM

ঘুমের আগে

‘সোনা দিয়ে গড়া ওই নৌকো কাদের
রাত্তিরে জ্যোৎস্নার জোয়ারে ভাসে?’

‘নৌকো না, নৌকো না, ওই তো চাঁদের
সোনামুখ ফুটে আছে ঊর্ধ্বাকাশে।’

‘নৌকো না? সাদা সাদা পাল কেন তবে
ফুলে ওঠে, দুলে ওঠে হাওয়ায়-হাওয়ায়?’

‘পাল কোথা? শরতের সাদা ধবধবে
মেঘগুলি হেসে-হেসে ভেসে চলে যায়।’

‘তা-ই বলো, মা গো তুমি যক্ষুনি যা-ই
দ্যাখো, সবই কীভাবে যে দ্যাখো ঠিক-ঠিক!’

BANGLADARSHAN.COM

‘কী জানি, হয়তো ঠিক তোমার দেখা-ই,
এবারে ঘুমিয়ে পড়ো লক্ষ্মী-মানিক।’

গল্পগুজব

গল্পটা শেষ করেই দেখি
ঘনাচ্ছে ফের বিপদ যেন,
সবাই বলছে, “থামলে কেন,
তারপরে কী, তারপরে কী”
ঢোক গিলে কই, “তারপরে তো
আর কিছু নেই, থাকলে পরে
সে-সব কথাও গল্প করে
দিব্যি তোদের বলা যেত।”
কিন্তু ওরা হাম্‌লে পড়ে,
চেঁচিয়ে বলে সমস্বরে,
“ফিরে এলেও রাজার বাছা
ফুরোয় না তার গল্পগাছা।”

BANGLADARSHAN.COM

অবশ্য নয় মিথ্যে সেটাও,
ফুলপরি-বউ, নৌকো-ভরা
স্বর্ণ নিয়ে একশো ঘড়া
রাজ্যে ফিরে যতই পেটাও
ঢ্যাঁটরা, তাতেই সমস্যা কি
বেবাক মেটে? নিন্দুকে কয়,
‘বউটা মোটেই মনিষ্যি নয়,
বস্তুত সে মানুষখাকি।’
প্রকাশ্যে আর কয় ক’জনে,
গুজব রটে সঙ্গোপনে;
যে-ই শোনে, সে-ই কপাল চাপড়ে
কয়, ‘কী কাণ্ড! ওরেব্বাপ্‌ রে!’

‘পালাও, পালাও!’ সক্কলে কয়
গুজবরাজের শুঁতোর চোটে।
বুঝল না কেউ, বউটা মোটেই
ডাইনি কিংবা রাক্ষুসি নয়।

“তোরাও পাত্তা গুজবকে দিস,
তাই তোদের এই হয়েছে হাল,
কোন্‌টা খাটি কোন্‌টা ভেজাল,
ক’জন তোরা মনে রাখিস?”
তা-ই শুনে কয় শ্রোতারা সব,
গল্প মানেই মিথ্যে গুজব।
পরিও মিথ্যে, সোনাও ফাঁকি,
সেটাও বোঝা শক্ত নাকি?”

BANGLADARSHAN.COM

টিকিট কাটুন

যাবেন কোথায়? মঙ্গলে কি?
টিকিটখানা দেখান দেখি।
টিকিট যদি দেখতে না-পাই,
নেই ছোড়েঙ্গে। আরে মশাই,
যতই নিজের কর্ণ মলুন,
যতই আমায় ‘দাদা’ বলুন,
যতই খাওয়ান পুলি-পিঠে,
যায় না যাওয়া বিন্-টিকিটে।

টিকিট কাটুন। টিকিট কেটে
উঠুন আমার এই রকেটে।
কিন্তু আগেই স্পষ্ট কই,
লোকটা আমি সহজ নই।
পড়লে ধরা খাবেন মার
বিন্-টিকিটের প্যাসেঞ্জার।
আর তা ছাড়া করতে পারি
আপনি ছেড়ে তুই-তোকারি।

BANGLADARSHAN.COM

সমস্যা

চাঁদের দেশে চাস যেতে কি,
পাঠিয়ে দেব কালকে।
তার বদলে হঠাৎ এ কী,
চাস যেতে তুই সাল্‌কে।
রাস্তা খানাখন্দময়,
সাল্‌কে যাওয়া সহজ নয়।

মঙ্গলে নয়, তোমরা যাচ্ছ
নিতান্ত ওই ব্যাঁট্‌রা।
বোঁচকা বেঁধে তাই গোছাচ্ছ
বাক্স এবং প্যাঁটরা।
কিন্তু দাদা, হায় রে হায়,
রকেট কি আর ব্যাঁট্‌রা যায়?

BANGLADARSHAN.COM

আমার রকেট ঊর্ধ্বাকাশে
কালকে করবে যাত্রা।
তোমরা যাবে ঘরের পাশে
বনগাঁ কিংবা চাত্‌রা।
কাজ হবে না এই যানে,
সমস্যাটা সেইখানে!

তারপরে যাক

আজ যে-মানুষ অনায়াসে
চাঁদের দেশে বেড়িয়ে আসে,
হয়তো পঁচিশ বছর পরে
রাখবে পা সে গ্রহান্তরে।
মঙ্গলে আর বুধেও যাবে,
ফূর্তি করে দিন কাটাবে।
হয়তো দখল করবে অতি
অক্লেশে সে-ই বৃহস্পতি।

শুক্রে ছুটি কাটিয়ে এসে
ফের যাবে সে শনির দেশে।
যাক্ না ওরা গিয়েই থাকে।
কিন্তু যাত্রা করার আগে
বসুন্ধরার দুঃখ তাড়াক,
নিজের ঘরের অসুখ সারাক,
সুস্থ করুক পৃথিবীকে।
তারপরে যাক দিগ্‌বিদিকে।

BANGLADARSHAN.COM

ভ্রমণ, একুশ শতকে

ছুটিতে কোথায় যাবে, তাই নিয়ে ছাতে
ঝগড়া পাকিয়ে ওঠে পূর্ণিমা-রাতে।
জগু বলে, ‘রঘুভাই, ভেবে কেন মরো,
মঙ্গলে যাত্রার আয়োজন করো।’
রঘু বলে, ‘মঙ্গলে জঙ্গল ভারী,
বাজে কথা ছাড়ো দাদা, চাঁদে দেব পাড়ি।’
‘আমি বলি বাজে কথা।’ রেগে বলে জগু,
‘তুই বড় বেয়াদব হয়েছিল রঘু।’

তারপরে কী যে হল, বুঝতেই পারো,
এ যদি চেঁচায়, তবে ও চেঁচায় আরও।
থামবে যে, নেই তার লক্ষণ মোটে,
দুজনের চোটপাটে পাড়া জেগে ওঠে।
মা বলেন, কাজ নেই ঝগড়াঝাঁটির,
মঙ্গলে জঙ্গল, চাঁদেও তো ভিড়।
মিছিমিছি তবে আর দূরে কেন ঘুরি,
রেলে চেপে সব্বাই চলো যাই পুরী।’

BANGLADARSHAN.COM

কোথায় যাবি?

চারপাশে দেখবার
দেখে-দেখে শেখবার
কত-কিছু ছিল।
তাতে তোর চোখ নেই,
শেখবার ঝোঁক নেই
বুঝি একতিলও।

তোর চোখ দূরে ঘোরে
কোন্‌খানের যাবি ওরে,
সবাইকে ফাঁকি
দিয়ে তারাদের পাশে
নিঃসীম মহাকাশে
যেতে চাস নাকি?

BANGLADARSHAN.COM

তা সেটা খারাপ নয়,
আমারও ইচ্ছে হয়
যেতে সেইখানে,
তবে কিনা কাছাকাছি
আপাতত বাঁধা আছি
পৃথিবীর টানে।

তুই দ্যাখ্‌ মহাকাশ,
ফিরে এসে বলে যাস
দেখা হল কী কী,
আমি তত দিনে এই
পুরনো বিশ্বকেই
দেখি আর শিখি।

হাটের মধ্যে

বলছিল রাম বিষ্টুদাকে
হাটবারে ঘাটশিলায়,
ঝাঁকড়াচুলো লোকটা থাকে
কোকড়াঝোরার টিলায়।’

যেই পড়েছে এই কথা ভাই
হাটের মধ্যিখানে
ভিড় জমিয়ে অমনি সবাই
হাজার প্রশ্ন হানে।

কেউ বা শুধোয়, ‘নামটা কী তার,
লোকটা পাগল নাকি?
একলা পেলেই মটকাবে ঘাড়,
ভাঙবে মালাইচাকি?’

BANGLADARSHAN.COM

কেউ বলে, ‘মশাই, সে কি
ফুলন দেবীর বাবা?
নাক বোঁচা তার? বলুন দেখি
বাঘের মতন থাবা?’

ভীষণরকম ঘাবড়ে গিয়ে
প্রশ্ন করছে সবাই:
মারবে সে কি কোঁত্‌কা দিয়ে?
কিংবা করবে জবাই?

রাম বলে, ‘ধুত্‌, গলদ গোড়ায়,
সবাই বোকার ধাড়ি,
লোকটা করে কোঁকড়াঝোরায়
কাঠের ঠিকেদারি।’

বিশ্বকাপ, মেক্সিকো

দিনে ঢুলুঢুলু চক্ষু সবার
রাত্রি নিদ্রাঘাতিনী।
চলেছে কাণ্ড যে ধুন্ধুমার,
কে তাতে আমরা মাতিনি?
কে বলিনি ‘জয় জিকো শুমাচার
মারাদোনা আর প্লাতিনি?’

মনে করে দ্যাখো, যেন সারারাত
গোটা কলকাতা কাঁপিয়ে
হাজারটা ঘোড়া ক’রে বাজিমাত
মাথায় ফিরত দাপিয়ে।
অথবা হাজার জলপ্রপাত
রক্ত পড়ত ঝাঁপিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

কেউ কি পিছিয়ে থাকার পাত্র,
কে না পেতে চায় মোক্ষে?
বালক বৃদ্ধ গুরু ও ছাত্র
ঘুম নেই কারও চক্ষে।
সাড়ে এগারোটা বাজবা মাত্র
সবাই টিভির কক্ষে।

আমরা তো ভাই দূরদর্শক,
পড়েছি বিষম ধন্ধে।
কেননা আমরা জেগে অপলক
দেখেছি যে এই দ্বন্দ্বে
ওঠানামা করে বাইশটি লোক
কী আশ্চর্য ছন্দে।

খোলাখুলি বলি, পুরো একমাস
খেলা দেখে অক্লান্ত
খেলা দেখবার মিটে গেছে আশ,
এবারে দিয়েছি ক্ষান্ত।
কোথায় তোমরা সাবির, বিকাশ,
কৃশানু আর প্রশান্ত!

BANGLADARSHAN.COM

লবডঙ্কা

কোথায় খেলা চলছে দূরে
টিভির মধ্যে রাত-দুপুরে
সেই খেলাটা দেখে
ভাবছি গঙ্গানদীর ধারে
অমন খেলা খেলতে পারে
এই শহরে কে কে।

এ-কলকাতায় কে শুমাচার,
কে সক্রেটিস, ভাল্‌দানো আর
কে-ই বা মারাদোনা,
কেউ না রে ভাই, দিনে-রাতে
চলছে শুধুই কল্পনাতে
নিতান্ত জাল বোনা।

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু এরাও কম দামি নয়,
জার্সি পাল্‌টে ফেলার সময়
নিচ্ছে লক্ষ লক্ষ টঙ্কা।
নিচ্ছে সেটা নানান ছলে
দিচ্ছে কিন্তু তার বদলে
নেহাত লবডঙ্কা।

মারাদোনা! মারাদোনা!

ওরে দাদা, ওরে ভাই,
দিঘিতে কে মারে ঘাই,
মারাদোনা! মারাদোনা!
মাছ তো কতই আছে
বাকি সবই ওর কাছে
চারপোনা! চারাপোনা!
খেলা তো সাঙ্গ কবে,
এবারে জানাই তবে
হেন খেলা দেখিনিকো।
যে-খেলা স্বপ্নে ছিল,
যেন তা দেখিয়ে দিল
এইবারে মেক্সিকো।
যা বলে বলুক পেলে
দিয়েগো সোনার ছেলে,
মিছে সবাই তারে বিনা,
ইংরেজ-জার্মানে
তারই কাছে হার মানে,
জয় আর্জেন্‌টিনা।

BANGLADARSHAN.COM

ছুটির ছড়া

সাজিয়েছিলুম খুশির মেলা,
কাঁটায়-ভরা মাঠে,
দেখতে-দেখতে কাটল বেলা,
সূয্যি বসল পাটে।
আকাশ বাজায় আনন্দ-বীণ
বাতাস বাজায় বাঁশি,
এখন সবার চিত্ত রঙিন,
সবার মুখেই হাসি।

খিল ছিল না দরজাতে, আর
জান্‌লা ছিল খোলা,
এই কথাটা ভুলবে কে আর,
যায় কখনও ভোলা?
সাজিয়ে দিয়েছিলুম আসর
যত্নে তিলে-তিলে,
সবার জন্যে এই খেলাঘর,
সবাই এসেছিলে।

হাসছ সবাই, সেই হাসিটাই
ছড়ায় আমার প্রাণে,
আনন্দে গান গাইছ সবাই,
আনন্দ সবখানে।
সন্ধ্যা আসছে এখন, তারা-ও
ফুটছে একটি-দুটি,
আর কেন পথ আগলে দাঁড়াও,
এইবারে দাও ছুটি।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM